

## 8291 - জ্যোতিষিদের কাছে আসা ও তাদেরকে বশ্বি়াস করার হুকুম

### প্রশ্ন

জ্যোতিষিদের কাছে আসা এবং তারা যা বলে তাতে বশ্বি়াস করা কি জায়যে? ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করছেন য়ে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: য়ে ব্যক্তি তাদের কাছে আসবে ও তাদেরকে বশ্বি়াস করবে তাদের নামায কবুল হবে না— এটা কি সহহি? এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে এবং আলমেগণ যা বলছেন সয়ে বিষয়গুলো আমাদরেকে পরস্কি়ার করে বলুন।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে অনকে হাদসি সাব্যস্ত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: সাফয়্যা বনিতয়ে আবু উবাইদ এর হাদসি, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরے জনকৈ স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন য়ে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি কোন গণকরে কাছে এসে তাকে কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না।”[সহহি মুসলমি]

এবং ক্বাবসি়া বনি আল-মুখারকি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমিরাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে শুনছি য়ে, তিনি বলেন: **العيافة ، والطيرة ، والطرق من الجبت** (রখে অঙ্কন করে ভাল-মন্দ নরিণয় করা, কোন কিছুকে অশুভ লক্ষণ ভাবা এবং পাখি তড়িয়ে শুভ-অশুভ নরিণয় করা জাদুবদিয়া বা মূর্তিপূজা)[আবু দাউদ হাসান সনদে বর্ণনা করছেন]

আবু দাউদ বলেন: **العيافة** হল: রখে অঙ্কন। **الطُّرُق** হল: তাড়ানো। অর্থাৎ পাখিকে তাড়ানো। আর তা হলো কোন পাখি উড়ে যাওয়াকে শুভ লক্ষণ বা অশুভ লক্ষণ ভাবা। যদি পাখি ডানদকি়ে উড়ে যায় তাহলে শুভ ভাবা হয়। আর যদি পাখি বাম দকি়ে উড়ে যায় তাহলে অশুভ ভাবা হয়।

জাওহারী বলেন: **الجبت** শব্দটি মূর্তি, জ্যোতিষী, যাদুকর ও জ্যোতিষিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি জ্যোতিষিদিয়ার কোন জ্ঞান গ্রহণ করল সয়ে জাদুবদিয়ার একটি অংশ গ্রহণ করল। এটি যত বেশি গ্রহণ করবে ওটিত্ত বেশি গ্রহণ করা হবে।”[আবু দাউদ সহহি সনদে হাদসিটি বর্ণনা করছেন]



এবং মুয়াবিতা' বনি আল-হাকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম: “ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি জাহলেয়াতকে সদ্য ত্যাগকারী (নও মুসলমি)। আল্লাহ্ (আমাদের জন্য) ইসলামকে নিয়ে এসেছেন। আমাদের মাঝে এমন কিছু মানুষ আছে যারা গণকদের কাছে আসে। তিনি বললেন: তাদের কাছে আসবে না। আমি বললাম: আমাদের মধ্যে কিছু লোক শাকুনবদিয়া (পাখি দিয়ে ভবষিযত বলা) চরচা করে। তিনি বললেন: এটি তাদের অন্তরে উদ্রকে হওয়া কিছু; তাদেরকে বিশ্বাস করবে না।”[সহি মুসলমি]

এবং আবু মাসউদ আল-বাদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন, জ্যোতিষি পাওনা থেকে নষিধে করছেন।[সহি বুখারী ও সহি মুসলমি]

এবং আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু মানুষ জ্যোতিষিদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: তারা কিছুই নয়। তারা (সাহাবীরা) বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তারা কখনও কখনও এমন কিছু বলে যা বাস্তবে ঘটে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: সটে হিচ্ছে কোন একটা সত্য কথা যা কোন এক জ্বনি ছনিয়ে নিয়ে তার বন্ধুর কানে পৌঁছে দেয়। এরপর তারা এর সাথে একশটি মিথ্যা মশিরতি করে।[সহি বুখারী ও সহি মুসলমি]

এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে এসে তার কথায় বিশ্বাস করে কিংবা কোন নারীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা নাযলি হয়েছে তা থেকে মুক্ত।”[সুনানে আবু দাউদ]

আলমেগণ বলেন: এ বিষয়গুলো চরচা করা, এগুলোর শরণাপন্ন হওয়া, এদেরকে বিশ্বাস করা, এদের জন্য সম্পদ খরচ করা হারাম। কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন বিষয়ে ফতিনায় পড়ে যায় তাহলে তার উচতি অবলম্বনে তাওবা করা।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।